অভিমত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

অবশেষে ঢাঃ বিঃ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করতে হলো। সারাদেশের অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। তারমধ্যে রাঃ বিঃ, জগন্নাথ বিঃ কলেজ, কারমাইকেল বিঃ কলেজ, দুইটি বি, আই, টি অন্যতম। বন্ধ করার অজুহাত- সন্ত্রাস এবং প্রাণহানি। এই নিয়ে কতোবার যে ঢাঃ বিঃ বন্ধ হয়েছে- আমার এই ৯ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তা বলতে পারবো না। কিন্তু বন্ধ করার পরে প্রাণহানি আর সন্ত্রাস বন্ধ হয়েছে এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। শুধু একবারের কথা মনে আছে- বন্ধ হবার পর পরিস্থিতির সামান্য হলেও উন্নতি হয়েছিলো। ১৯৮৭ সালের মধ্য জুলাই এ আসাদ আহমেদ মুন্না নিহত হবার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। সন্ত্রাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠন, মেধার ভিত্তিতে আসন বন্টন ইত্যাদি। যাতে করে সাধারণ ছাত্ররা উপকৃত হয়েছিলো এবং তৎকালীন ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছিলেন। এরশাদের আমলে রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে অনেকবার। তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না করা এবং হলের ছাত্র হলে থাকবে, এসব বিষয়ে সকল ছাত্র সংগঠনের মধ্যে একটা সাধারণ সমঝোতা হতো এবং যথারীতি মিছিল করে ভিসির কাছে যাওয়া হতো, ছাত্র নেতারা বক্তব্য রাখতেন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার জন্যে। তখন রাষ্ট্রযন্ত্রে স্বৈরতন্ত্র ছিলো- বন্ধের বিষয়টা তার ওপর চাপিয়ে আমরা নিস্তার পেতাম। সন্ত্রাস হলে শ্লোগান দিতাম- সন্ত্রাস করে যারা, এরশাদের দালাল তারা।

এখন সময় পাল্টেছে। এখন সন্ত্রাসের জন্যে কাকে দায়ী করবো ভেবে পাই না। কোনো সংগঠনই বলবে না তারা সন্ত্রাস করে এবং তাদের সংগঠনে সন্ত্রাসীরা আছে। তাই তো বিস্ময়ে হতবাক হই যখন দেখি '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারের পক্ষ অবলম্বনের জন্যে যাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, রাজপথ থেকে বিতাড়িত করলাম তারা অন্য একটি ছাত্র সংগঠনে আশ্রয় নিয়ে মিছিল করছে। অথচ সেই ছাত্র সংগঠনটিও তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। আরো হতবাক হই যখন দেখি, এরশাদকে যারা সহযোগিতা করেছে, যারা কালো টাকার মালিক, যারা দেশ ও জাতির বারোটা বাজাতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তারাই রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত হয়েছে। এখন যদি একজন ছাত্রকর্মী হিসেবে বলি '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে খুব পরিকল্পিতভাবে নির্বাসিত করা হচ্ছে- তাহলে কি খুব বেশি বলা হয়? যারা একটা গণঅভ্যুত্থানকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলো- তারা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার দন্ডে দন্ডিত হতে পারতো- কারণ তারা মানবজাতির শত্রু এবং সভ্যতার কলংক। অথচ রাজনৈতিকভাবে তারা আজ পুনর্বাসিত।

সারাদেশে গণঅভ্যুত্থানের পর পর কারা সন্ত্রাস করছে তা সবারই জানা। আর সন্ত্রাসীদের কিভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়, তাও আমাদের জানা আছে। সানাউল হক নীরু অথবা গোলাম ফারুক অভিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব ছিল না যদি বিএনপি নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তাদেরকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার না করতেন। সংগঠন থেকে বহিষ্কার করার পর তথাকথিত কিংবদন্তীর নায়ক নীরু-অভি চক্রকে বাটে পেতে আমাদের একদিনও সময় লাগেনি। বর্তমান সময়ে যারা সন্ত্রাসী কাজে যুক্ত তারা কোনো না কোনো ছাত্র সংগঠন অথবা রাজনৈতিক দলের কর্মী। অথচ পরিবেশ পরিষদ, সংবাদ সম্মেলন অথবা সমাবেশে সেই সংগঠন তা বলবে না। তাহলে বুঝতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে যারা সন্ত্রাস করছে তারা জ্বীন-পরী কর্তৃক প্রেরিত-যাদেরকে আমরা কেউ চিনি না। এসব সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করার কোনো ব্যবস্থা নাই তাহলে। এরা কোনো যুক্তি মানে না- কোনো বিচার মানে না- যেন ভিন গ্রহ থেকে আসা এক অভিনব প্রজন্ম। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে-কানাচে নীল পোশাকধারী পুলিশ অথবা বিডিআর-এর ভূমিকা সম্পর্কে পত্রিকার পাতাই যথেষ্ট। অতএব অশরীরী আত্মার এই সন্ত্রাসীরা থাকবেই এদের রোধ করা যাবে না। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা কেন- যদি না এর মাধ্যমে কোনো সফলতা আসে। ঈদের ছুটির সময়তো বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে হল খালি করা হলো। ১৫ দিন অযথা নষ্ট করার পর কার্ড দেখিয়ে হলে ঢুকলাম। নিশ্চয়ই তখন কেউ অস্ত্র নিয়ে ঢোকেনি। তাহলে পরে প্রতিটি মোড়ে ব্যাপক পুলিশ বিডিআর থাকতে অস্ত্র এলো কি করে ধরে নিতে হবে তাও আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যের কাজ!

যাক- গত ৩০ জুলাই-এর গোলাগুলির পর বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ হলো। কেন হলো জানি না। হয়তো প্রাণহানির আশংকায়। প্রাণহানি হলে আমরাই ভিসিকে বলতাম- কেন পূর্বাহ্নেই বন্ধ করা হলো না। এখন এটা বলার অবকাশ নেই। প্রতিবারের মতো এবারও কিন্তু রাত্রিবেলা ঘোষণা পাবার পর ছাত্ররা ভিসির বাসভবনে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলো। কিন্তু এবার কোনো ছাত্রনেতার উচ্চকিত কণ্ঠের বক্তব্য শুনতে হয়নি- যেন সবাই ধরেই নিয়েছে- এরকমটিতো হবেই অতএব ওয়াক ওভার দাও। কিন্তু মাসের শেষ। পয়সা নাই। যাবো কোথায়? ঢাকায় মাথা গোঁজা কঠিন। বাবার পাঠানো টাকাও পাইনি। টিউশনির টাকা পাবারও সম্ভাবনা নেই। বাড়ি যাব কি করে? রাতে প্রভোস্টকে বললাম বিষয়টা আমার মতো আরো অনেকেই বললো। তিনি নির্বিকার চিত্তে জবাব দিলেন- তাঁর কিছু করার নেই। অতএব সব নিয়তির হাতেই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু রাজনীতিতে যে সন্ত্রাসের ধারা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে- তা থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পাবে কিভাবে? কবি শামসুর রাহমানের লেখা দিয়ে শেষ করি- উল্টট উটের পীঠে চড়ে আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আবু আলী
সাবেক বিজ্ঞান মিলনায়তন সম্পাদক, ঢাকসু
সাবেক সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য
কেন্দ্রীয় সংসদ, ছাত্র ইউনিয়ন
এম, ফার্ম, শেষ বর্ষ, ঢাকা বি ঃ

তারিখ ... 06 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭